Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

মঙ্গলবার the ১২ day of এপ্রিল **, ২০২২**

Other Suit No. ১০৬ / ২০১৫

ছালেহ আহমেদ Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

বাংলাদেশ সরকার গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ০১/০৩/২০২১ খ্রিঃ, ২৪/০৬/২০২১ খ্রিঃ, ৩১/০১/২০২২ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব মিন্টু আচার্য্য (রঞ্জন) Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মুহাম্মদ মহিউদ্দিন Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা ঘোষণামূলক ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

আরজি তফসিল বর্নিত নালিশী আর এস-১৪৫ নং খতিয়ানভুক্ত ৬১৭২ নং দাগের ১৯ শতক সম্পত্তির মালিক ছিলেন ছুরত জামাল। তার মৃত্যুতে পুত্র নূর আহাং ও কন্যা মাছুমা খাতুন উক্ত সম্পত্তি ওয়ারীশসূত্রে প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে মাছুমা খাতুন অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেলে ভ্রাতা নূর আহাং নালিশী দাগে সম্পূর্ন ভুমির মালিক হন। নূর আহাং এর মৃত্যুতে স্ত্রী বলকিছ খাতুন ও পুত্র বাদী ছালেহ আহম্মদ

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বলকিছ খাতুন মৃত্যুবরণ করলে তৎস্বত্ব বাদী প্রাপ্ত হয়। এভাবে বাদী নালিশী দাগে সমুদয় ভূমি মৌরশিসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার হয়ে সকলের জ্ঞাতসারে নাল ধানী জমিতে চাষাবাদে তামাদিও উর্ধ্বকাল যাবত ভোগদখল করে আসছেন। বাদী স্থানীয় তহসিল অফিসে নালিশী জমির খাজনা পরিশোধ করতে গেলে তহসিলদার খাজনা নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং বাদীকে অবগত করে যে, নালিশী ভূমি বিগত বি এস জরিপ আমলে বাদীর পূববর্তীর পরিবর্তে খাস ভূমি হিসাবে ১ নং খাস খতিয়ানে শুদ্ধভাবে প্রচারিত হয়। বাদী বিগত ২২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তর্কিত বি এস খতিয়ানের সহি মুরুরী নকল সংগ্রহ করেন এবং বি এস রেকর্ড বাদীর পিতা নূর আহাং এর নামে সঠিকভাবে রেকর্ড হয়নি মর্মে অবগত হন। সর্বশেষ বি এস জরিপ আমলে বাদীর পিতার অনুপস্থিতিতে জরিপ কর্মকর্তাগণ পরস্পর যোগসাজসে নালিশী তফসিলের ভূমি সংক্রান্ত বি এস রেকর্ড বাদীর পিতা নূর আহাং এর নামে কোন প্রকার রেকর্ড না করে সরকারে নামে ১ নং খাস খতিয়ানভূক্ত করিয়াছে। নালিশী তফসিলের ভূমি বি এস খতিয়ানে ভুল ও অশুদ্ধভাবে প্রচারিত হওয়ায় বাদীর স্বত্বে মেঘাবরণ পড়েছে যেকানে বাদীপক্ষ অত্র মামলা দায়ের করেন।

অন্যদিকে ১-৪ নং বিবাদী সরকার পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে

ইালিশী ভূমি পটিয়া উপজেলাধীন জুলধা মৌজাস্থিত। জুলধা মৌজার আর এস ১৪৫ নং খতিয়ানের আর এস ৬১৭৫ দাগের তৎ মিলামিল বি এস খতিয়ান নং-১ বি এস দাগ নং-৮২১০ দাগের ১৯ শতক ভূমি সরকারের খাস ভূমি হিসাবে স্থিত আছে। উহা সরকারের খাস রেজিস্ট্রার-৮ এর ২য় খন্ডের ২১৩ নং ক্রমিকে ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। নালিশী ভূমি তামাদির উর্ধ্বকাল যাবত সরকারের শাসন সংরক্ষনে আছে। নালিশী ভূমিতে বাদীর কোন স্বত্ব নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমা খরচা সহ খারিজের প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?
৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?
৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ ছালেহ আহমদ (P.W.1); মোঃ নজরুল ইসলাম (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০১ জন সাক্ষী ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা আহমদ নূর (D.W.1) কে পরীক্ষা করেছেন।

১ নম্বর বাদী ছালেহ আহমদ (P.W.1)এবং ১-৪ নম্বর বিবাদীপক্ষে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা আহমদ নূর (D.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। জুলধা মৌজার আর এস **১৪৫** নং খতিয়ান	প্রদর্শনী ১
২। জুলধা মৌজার বি এস ১ নং খতিয়ান	প্রদর্শনী ২
৩। খাজনার দাখিলা এর মূল কপি	প্রদর্শনী ৩

অপরদিকে, বিবাদীপক্ষ তাহার পক্ষে ক্ষমতা অর্পণ পত্র প্রদর্শনী-ক দাখিল করেছেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, আরজি তফসিল বর্নিত নালিশী আর এস-১৪৫ নং খতিয়ানভুক্ত ৬১৭২ নং দাগের ১৯ শতক সম্পত্তির মালিক ছিলেন ছুরত জামাল। সর্বশেষ বাদী ছুরত জামাল এর জের ওয়ারীশ হিসাবে মৌরশীসূত্রে নালিশী সম্পত্তির মালিক দখলকার হন। বাদী স্থানীয় তহসিল অফিসে নালিশী জমির খাজনা পরিশোধ করতে গেলে তহসিলদার হতে নালিশী ভুমি সরকারে নামে ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত হওয়ার বিষয়ে জানতে পারেন। পরবর্তীতে ২২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তর্কিত বি এস খতিয়ানের সহি মুরুরী নকল সংগ্রহ পূর্বক বি এস রেকর্ড বাদীর পিতা নূর আহাং এর নামে সঠিকভাবে রেকর্ড হয়নি মর্মে অবগত হন। বিগত ২২/১২/২০১৪ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ১৮/০২/২০১৫ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ ঃ

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?"

" তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো।

বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী **প্রদর্শনী- ১** পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস ১৪৫ খতিয়ানভুক্ত নালিশী ৬১৭২ নং দাগের সমুদয় ১৯ শতক ভুমির মালিক ছিলেন ছুরত জামান। বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, বাদী সালেহ আহমদ ছুরত জামান এর জের ওয়ারীশ হিসাবে মৌরশী সূত্রে নালিশী সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

আছেন। বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.1 আরজি সমর্থনে জবানবন্দি প্রদান পূর্বক বলেছেন যে, নালিশী জমির মূল মালিক ছুরত জামান এর মৃত্যুতে পুত্র নূর আহাং এবং কন্যা মাছুমা খাতুন প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে মাছুমা খাতুন অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেলে তৎস্বত্ব ভ্রাতা হিসাবে নূর আহাং প্রাপ্ত হয়। এভাবে নূর আহাং নালিশী দাগে পুরো ১৯ শতক ভোগদখলে থাকাকালে মারা গেলে স্ত্রী বলকিছ খাতুন ও পুত্র অত্র মামলার বাদী ছালেহ আহমদ ওয়ারীশ হন। সর্বশেষ বলকিছ খাতুন মারা গেলে ছালেহ আহমদ এককভাবে নালিশী সম্পত্তির মালিক হন। বর্তমানে নালিশী নাল জমি তিনি চাষাবাদে ভোগদখলে আছেন। বাদীপক্ষের দখলী সাক্ষী P.W.2 দাবিকৃত দাগে বাদীপক্ষের দখলে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তারা নালিশী ভুমিতে সরকারপক্ষের দখলে থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেন। বাদীপক্ষের দাবি হলো নালিশী সম্পত্তি সরকারের নামে ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত হবার বিষয়টি পূর্বে অবগত ছিলেন না। খাজনা পরিশোধ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম উক্ত বিষয়ে অবগত হন। অপরদিকে, বিবাদী সরকার পক্ষের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, জুলধা ইউনিয়ন ভুমি অপিসের ইউনিয়ন ভুমি সহকারী কর্মকর্তা আহম্মদ নূর D.W.1 জবানবন্দিকালে দাবি করেন যে, নালিশী ১৯ শতক ভুমি সরকারে খাস ভুমি হিসাবে স্থিত আছে। সরকারের নামে ১ নং খাস খতিয়ান হিসাবে লিপিবদ্ধ আছে। প্রদর্শনী- ২ বি এস খতিয়ান নং-১ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বি এস ৮২১০ দাগের ১৯ শতক ভুমি বাংলাদেশ সরকার পক্ষে ডেপুটি কমিশনার চট্টগ্রাম এর নামে লিপিবদ্ধ আছে। বাদীপক্ষ দাবি করেছেন জরিপ আমলে তাহার পিতা নূর আহাং এর অনুপস্থিতিতে জরিপ কর্মকর্তাগণ উহা খাস ভুমি হিসাবে লিপিবদ্ধ করে। তবে বিবাদীপক্ষ নালিশী জমি কেন খাস করা হলো তৎসমর্থনে কোন সুনির্দিষ্ট কারন জবাব বা জবানবন্দির কোথাও উল্লেখ করেননি। নালিশী জমি বিবাদীপক্ষ সরকারের দখল ও অনুশাসনে থাকার দাবি করলেও বাদীপক্ষ তা অস্বীকার করেছেন। সরকার নালিশী ভুমি কোথাও বন্দোবস্তো দিয়েছেন মর্মে দৃষ্ট হয়নি। বাদীপক্ষের সাক্ষীগনের বক্তব্য পর্যালোচনায় স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে, নালিশী জমি খাস হিসাবে রেকর্ডভুক্ত হলেও বর্তমানে বাদীপক্ষ ভোগদখলে আছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে, নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষ মৌরশীসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার রয়েছেন। সুতরাং নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব স্বার্থ আছে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহা পরিস্কার যে, আর এস ১৪৫ খতিয়ানভুক্ত নালিশী ৬১৭২ নং দাগের সমুদয় ১৯ শতক ভুমির মালিক ছিলেন বাদীর পূর্ববর্তী ছুরত জামান। বর্তমানে উক্ত সম্পত্তিতে আর এস রেকর্ডীর জের ওয়ারীশ হিসাবে বাদীপক্ষের স্বত্ব ও দখল রয়েছে। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় বি এস- ১ নং খতিয়ান প্রদর্শনী- ২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত আর এস ৬১৭২ দাগ সর্বশেষ বি এস খতিয়ানে ৮২১০ নং দাগ হয়েছে। কিন্তু বি এস খতিয়ানে মালিকের কলামে ছুরত জামান এর পরবর্তী জের ওয়ারীশ এর নামের পরিবর্তে বাংলাদেশ সরকার পক্ষে ডেপুটি কমিশনার এর নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কি কারনে উহা খাস খতিয়ানভুক্ত করা হয়েছে তা বিবাদীপক্ষের সাক্ষ্য হতে পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে মালিকের কলামে বাংলাদেশ সরকার এর স্থলে বাদীর পিতা নূর আহাম্মদ এর নাম রেকর্ড হওয়া

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্রগ্রাম

উচিত ছিল। সার্বিক বিবেচনায়, ইহা দিনের আলোর মতো পরিস্কার যে, নালিশী সম্পত্তি খাস হিসাবে বি এস -১ নং খতিয়ানে রেকর্ড ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে। যেহেতু সকল বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত ডিক্রী পাবার হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-৪ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে ডিক্রি প্রদান করা হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী তফসিল বর্ণিত ভুমিতে বাদীর উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভুমি সংশ্লিষ্টে বি এস খতিয়ানে বাদীর পিতা নূর আহম্মদ এর নামে রেকর্ড না হয়ে বাংলাদেশ সরকার পক্ষে ডেপুটি কমিশনার চট্টগ্রাম এর নামে খাস হিসাবে ১ নং খতিয়ানে ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহা যথারীতি বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীর উপর বাধ্যকর নয়।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ,২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম